কালবেলা

19 SEP 2025

জুলাইয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমে ৫৪ কোটি ডলার

কালবেলা প্রতিবেদক »

রেমিট্যান্সের প্রবাহ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির প্রভাবে বিদেশি লেনদেনের ভারসাম্য বা ব্যালান্স অব পেমেন্টে (বিওপি) উন্নতি ঘটেছে। বিওপির যে হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংক দিয়েছে, তাতে বাণিজ্য ঘাটতি কমেছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জুলাইয়ে সামগ্রিক বাণিজ্য ঘাটতির স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৫৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার, যা আগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাইয়ে ছিল ৬৯ কোটি ৩০ লাখ ডলার। সেই হিসাবে এক বছরে বাণিজ্য ঘাটতি কমেছে ১৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার বা ২১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাইয়ে রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৭৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ছিল ৩৮২ কোটি ৪০ লাখ ডলার। এতে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার বা ২৫ শতাংশ। পাশাপাশি জুলাইয়ে আমদানি হয়েছে ৬২৭ কোটি ডলারের পণ্য, যার পরিমাণ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাইয়ে ছিল ৫২৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার। অর্থাৎ গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় আমদানি বেড়েছে ১৯ দশমিক ৫০ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন মনে করেন, ব্যালান্স অব পেমেন্টের সার্বিক চিত্রে উন্নতি হয়েছে। তবে সূচকগুলোর উন্নতির সঙ্গে রয়েছে কিছু নেতিবাচক দিক। বর্তমানে যেসব সূচকের উন্নতি হয়েছে, সামনে সেসবের নেতিবাচক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ সামান্য বেড়ে চলতি অর্থবছরের জুলাইয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫০ কোটি ৫০ লাখ ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাইয়ে ছিল ১৪৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাইয়ে আর্থিক হিসাবের স্থিতি নেতিবাচক বা ঘাটতি হিসাবে দাঁড়িয়েছে ৭১ কোটি ৮০ লাখ ডলার। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাইয়ে নেতিবাচক বা ঘাটতি হিসাব ছিল ২৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার। আর্থিক হিসাব করা হয় প্রবাসী আয়, বিদেশি ঋণ ও সহায়তা, বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) এবং পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্টের পরিসংখ্যান যোগ-বিয়োগ করে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, কোনো দেশের নিয়মিত বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি বোঝা যায় চলতি হিসাবের মাধ্যমে। আমদানি-রপ্তানিসহ অন্যান্য নিয়মিত আয়-ব্যয় এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে উদ্বৃত্ত হলে চলতি লেনদেনের জন্য দেশকে কোনো ঋণ করতে হয় না। তবে ঘাটতি থাকলে তা মেটাতে ঋণ নিতে হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাইয়ে নেট সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) স্থিতি দাঁড়ায় ১০৪ কোটি ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাইয়ে ছিল ৩৮ কোটি ডলার। এদিকে চলতি অর্থবছরের জুলাইয়ে মোট রিজার্ভ ছিল ২৯ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাইয়ে ছিল ২৫ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম ৬ হিসাবে রিজার্ভ জুলাইয়ে ছিল ২৪ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার, গত বছরের জুলাইয়ে ছিল ২০ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ডলার। তবে ট্রেড ক্রেডিট নেট হিসাবে চলতি অর্থবছরের জুলাইয়ে ঘাটতি ছিল ৩০ কোটি ৯০ লাখ ডলার। গত অর্থবছরে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি ৯০ লাখ ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ সামনেও ধরে রাখতে হবে। না হলে চাপের মধ্যে পড়ার শঙ্কা রয়েছে।

তথ্য বলছে, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি ঋণ চলতি অর্থবছরের জুলাইয়ে দাঁড়ায় ২০ কোটি ২০ লাখ ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাইয়ে ছিল ২৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার। এই হিসাবে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ কমেছে ২৯ দশমিক ৬ শতাংশ। শ্রমিকদের রেমিট্যান্স গত জুলাইয়ে এসেছে ২৪৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার। ২০২৪-২৫ সালের জুলাইয়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৯১ কোটি ৪০ লাখ ডলার। অর্থাৎ এই জুলাইয়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ তথ্য কেন্দ্র ★ ঢাকা।

বণিক বার্তা

19 SEP 2025

সমুদ্রপথে রাশিয়ার শস্য রফতানি নিম্নমুখী

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রাশিয়ার সমুদ্রপথে শস্য রফতানি আগস্টে ৫৩ লাখ টনে নেমে এসেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ কম। গত মঙ্গলবার প্রকাশিত শিল্পসংশ্লিষ্ট সূত্রের শিপিং ডাটায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। খবর বিজনেস রেকর্ডার।

গত মৌসুমে রাশিয়ার মোট শস্য রফতানির প্রায় ৯০ শতাংশই এসেছিল সমুদ্রপথে। চলতি মৌসুমের প্রথম দুই মাসে (জুলাই আগস্ট) সমুদ্রপথে মোট রফতানি দাঁড়িয়েছে ৮০ লাখ টনে, যা আগের বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৬ শতাংশ কম।

তথ্য অনুযায়ী, কৃষ্ণসাগরীয় টার্মিনাল দিয়ে রাশিয়ার প্রায় ৯০ শতাংশ শস্য রফতানি হয়। আগস্টে এ পথে রফতানি ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ কমে ৪৯ লাখ টনে দাঁড়ায়। অন্যদিকে কাস্পিয়ান সাগরপথে রফতানি বেড়েছে ৫৭ দশমিক ৭ শতাংশ। এ পথ দিয়ে মোট রফতানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে তিন লাখ টনে।

বাল্টিক সাগরপথে রাশিয়া প্রধানত আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোয় শস্য সরবরাহ করে। আগস্টে এ পথে রফতানি কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

বণিক বার্তা

19 SEP 2025

৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক কার্যকরের আগে

আগস্টে ভারত থেকে ৩৫১০ কোটি ডলারের রফতানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

গত মাসের শেষ দিকে ভারত থেকে আমদানীকৃত পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করে যুক্তরাষ্ট্র। শুল্কের এ বাধা এড়াতে আগাম রফতানির কারণে আগস্টে বেশ সরগরম ছিল ভারতীয় বন্দরগুলো। ওই মাসে দেশটির পণ্য রফতানি ৬ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ৩ হাজার ৫১০ কোটি ডলারে পৌঁছে। খবর দ্য হিন্দু।

আগস্টে ভারতের রফতানি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে রত্ন ও গহনা শিল্প, প্রকৌশল, ইলেকট্রনিকস ও পেট্রোলিয়াম পণ্য। দেশটির শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়েছে, শুল্কের প্রভাব এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রে অনেক পণ্য আগাম রফতানি হয়েছে। তবে বার্ষিক হারে বাড়লেও আগের কয়েক মাসের তুলনায় আগস্টে রফতানিতে কিছুটা ধীরগতি দেখা গেছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, আগস্টে রফতানি বৃদ্ধির গতিতে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে ২ হাজার ৬৪৯ কোটি ডলারে নেমেছে, যা গত বছর একই সময় ছিল ৩ হাজার ৫৬৪ কোটি ডলার। একই সময়ে আমদানি ১০ দশমিক ১২ শতাংশ কমে ৬ হাজার ১৫৯ কোটি ডলারে নেমেছে। এর আগে জুলাইয়ে ঘাটতি ছিল ২ হাজার ৭৩৫ কোটি ডলার।

আগস্টে ভারতের আমদানি হ্রাসের প্রধান কারণ ছিল স্থানীয় স্বর্ণের বাজারে স্থবিরতা। গত মাসে ৫৪০ কোটি ডলারের স্বর্ণ আমদানি করে দেশটি, যা গত বছরের একই সময়ের ১ হাজার ২৫৫ কোটি ডলারের চেয়ে ৫৬ শতাংশ কম।

ভারতের বাণিজ্য সচিব সুনীল বার্থওয়াল বলেন, 'বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা ও বাণিজ্য নীতির অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও ভারতের রফতানি ভালো হয়েছে। সরকারের নীতি ফলপ্রসূ হয়েছে, এটিই তার প্রমাণ।'

আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রফতানি ৭ দশমিক ১৫ শতাংশ বেড়ে ৬৮৬ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। তবে এটি জুলাইয়ের ৮০০ কোটি ডলার রফতানির তুলনা কম। চলতি মাস থেকে মার্কিন শুল্কের পুরো প্রভাব রফতানিতে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গত ৭ আগস্ট থেকে বেশির ভাগ ভারতীয় পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়েছিল। এরপর ২৭ আগস্ট সে শুল্ক বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ শতাংশ। ট্রাম্প প্রশাসনের সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করে রুশ জ্বালানি তেল ক্রয় অব্যাহত রাখায় ভারতের ওপর বাড়তি এ শুল্ক প্রয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্র।

The Financial Express

19 SEP 2025

Commerce Secretary Mahbubur Rahman inaugurated the four-day South Asia Trade Fair- 2025 as the chief guest at the International Convention City, Bashundhara in the capital on Thursday. — FE Photo

The Financial Express

19 SEP 2025

Khulna's 'white gold' farmers eye Tk 226b export goal

KHULNA, Sept 18 (UNB): Shrimp, once known as the 'white gold' of Bangladesh's southwest and a major export from Khulna, has declined due to fierce global competition and the growth of vannamei shrimp farming in neighbouring countries.

Now, after years of stagnation, the sector is showing signs of recovery as the Department of Fisheries has rolled out a series of measures aimed at restoring the industry's lost luster, and the results are beginning to show.

According to the Export Promotion Bureau (EPB), shrimp exports from Khulna over the last five years totalled Tk 113 billion (Tk 11,300 crore).

Authorities have now set an ambitious goal to double that figure within the next five years.

Department of Fisheries data reveal that the region exported 1,53,388 metric tonnes of fish between FY2020 and FY2025, generating Tk 134.56 billion (Tk 13,456 crore) in revenue. Of this, shrimp accounted for 1,02,339.629 tonnes, bringing in Tk 113.01 billion (Tk 11,301 crore).

In FY2024-25 alone, Khulna produced 1,23,151.17 metric tonnes of shrimp, with 19,512 tonnes exported - earning Tk 24.99 billion (Tk 2,499 crore). The shrimp export rate for the region during the year stood at 42.19 per cent.

To boost output, the Khulna office of the Department of Fisheries has adopted several strategic initiatives.

These include advanced training in shrimp cultivation for 10,750 farmers, supplying equipment to 7,500 of them, and promoting cluster-based farming to help traditional farmers multiply their yields two- to fivefold.

Demonstrations under 'Field Days' are motivating farmers, while biosecurity and hygiene measures are being enforced to ensure better quality. Officials are also encouraging farmers to pursue third-party certification for improved prices in international markets.

Lipton Sardar, Divisional Fisheries Inspection and Quality Control Officer in Khulna, stressed the need for long-term, shrimp-focused projects.

"There needs to be a dedicated policy framework for shrimp, including zoning of shrimp farming areas, infrastructure development, timely supply of disease-free larvae and guaranteed access to quality feed," he said.

He also highlighted the importance of strict testing of fry, feed, medicines and chemicals, alongside the establishment of a separate staffing structure to oversee production and quality control in shrimp-rich districts.

"Building institutional capacity to diagnose and treat shrimp diseases, while ensuring responsible practices among exporters, is essential to restore buyer confidence," Sardar added.

Tariqul Islam Zahir, Senior Vice President of the Frozen Foods Exporters Association, said the region once had 63 shrimp processing companies, but declining production and global market demand forced 33 to close.

"Despite increased bank interest rates and rising electricity bills, some companies are still operating. The frozen shrimp sector is now beginning to recover," he said, urging the government to provide subsidies for power and production costs.

Exporters say shrimp remains vital to the national economy. However, falling demand and prices in Europe, coupled with irregular payments from foreign buyers, have hurt earnings.

Viral outbreaks have further dented production, while the COVID-19 pandemic, the Russia-Ukraine war and domestic political turbulence compounded challenges.

Repeated shipment cancellations pushed many exporters to the brink of collapse. Yet a recent surge in exports has rekindled hope across the industry.

Stakeholders in Khulna believe that, with continued policy support and improved production standards, the 'white gold' can reclaim its former glory and secure an even stronger foothold in the global seafood market.

The Financial Express
19 SEP 2025

US may ease India tariffs

The US may soon scrap the penal import tariff on Indian goods and also cut reciprocal tariff to 10-15 percent from the existing 25 percent, India's Chief Economist Advisor V Anantha Nageswaran said on Thursday, reports Reuters.

"My personal confidence is that in the next couple of months, if not earlier, we will see a resolution to at least to the extra penal tariff of 25 percent," Nageswaran said at a event in Kolkata.

"It may also be the case that reciprocal tariff of 25 percent may also come down to levels, which we were earlier anticipating somewhere between 10 percent and 15 percent." India and the US held "positive" and "forward-looking" trade discussions on Tuesday, New Delhi said, raising hopes for a breakthrough.